দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3/12/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

015

পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থী

একজন ছাত্রকে বলতে শুনেছিলাম, পরীক্ষা আমার কাছে ঈদের মত মনে হয়। কথাটি ভালো লেগেছিলো কিন্তু চমকেও দিয়েছিলো। কেননা, পরীক্ষা শব্দটি লেখাপড়ার পাটচুকে যাবার পরেও একটি পরিণত মনের কাছে ঠিক সহজ অনুরণন সৃষ্টি করে না।

দোয়াত-কলম হাতে পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের যখনই দেখি পথেঘাটে, ওদের মুখের দিকে তাকাই। ভাবি, পরীক্ষা এদের ক'জনের কাছে ঈদের মত মনে হতে পারে। অথচ প্রতিষ্ঠিত জীবনের ধাপগুলো রচিত হয় পরীক্ষার মাধ্যমেই।

পরীক্ষা ঈদের মত লাগে—কথাটি কদাচিৎ শোনা যায় কারো মুখে। কথাটি যে উচ্চারণ করেছিলো সুস্পষ্টভাবে, তার সঙ্গে তার মনের অদ্ভুত এক আকুতি মেশানো ছিলো পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার। সে লেখাপড়া করতো হয়তো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে। তার মনে ছিল উঁচু আশা-আকাঙ্ক্ষা।

মনে আছে আমাদের পরীক্ষার সময় অভিভাবক বলে দিতেন—পরীক্ষার হলে কিভাবে আচরণ করতে হয়, কিভাবে পরীক্ষা দিতে হয়। যেমন—ইনভিজিলেটর প্রশ্নপত্র নিয়ে এলে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত থেকে প্রশ্নপত্র নেবে তাঁকে সালাম জানিয়ে খুব তাজিমের সঙ্গে। নিয়ে চুপ করে বসে থাকবে কমপক্ষে আধ মিনিট। তারপর প্রশ্নপত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে একবার দুবার-তিনবার।

প্রথমেই তাড়াহুড়ো করে লেখা শুরু করবে না। যেগুলো পারবে মন মনে ঠিক করে নেবে। আগেই সামনে টিকমার্ক বা কোন দাগ দেবে না। তাতে করে শেষে গিয়ে হয়তো তাড়াতাড়িতে উত্তর না লেখা সত্ত্বেও মনে হবে লিখেছো। প্রশ্নপত্রে একটি করে প্রশ্নের সামনে দাগ দেবে এবং তার উত্তর লিখবে। সেটা লেখা শেষ করে পরবর্তীটির সামনে দাগ দেবে এবং লিখবে। এইভাবে এগিয়ে যাবে।

প্রশ্নপত্রের প্রথম দিকে সাধারণত ক্রিটিকাল প্রশ্ন থাকে। প্রথমেই এইসব ক্রিটিকাল প্রশ্নের জবাবে হাত দেবে না। সহজ, ছোট প্রশ্ন, নম্বর যদি তাতে কমও থাকে, তবু সেগুলো দিয়েই শুরু করবে। সহজ, ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে লেখার জড়তা দূর হয়, মাথা খুলে যায়। তখন পরবর্তি অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রশ্ন শুরু করবে। সেগুলো ভালো জানা থাকলে তো কথাই নেই, কিন্তু ছিটেফোটা জানা থাকলেও তার সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে বানিয়ে লেখার একটি ক্ষমতা ইতিমধ্যে এসে যায়।

এছাড়া সময় ভাগ করে উত্তর দেয়া সম্পর্কেও অভিভাবক উপদেশ দিয়ে দেন। একটি প্রশ্নের পেছনে বেশী সময় ব্যয় করে যত ভালো করেই উত্তর দেয়া হোক না কেন, নম্বর যা পাবার তার থেকে হয়তো দুই-এক নম্বর বেশী পাবে। কিন্তু তার জন্যে সময়ের অভাবে অন্য একটি পুরো প্রশ্ন বাদ যেতে পারে। সুতরাং সময় ভাগ করে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া রয়েছে রিভিশন বা সব লেখার শেষে পুনরায় দেখা। এতে অনেক ভুল বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং খুঁটিনাটি এমন কি অনেক সময় বড় কোন ভুলের সংশোধনেরও সুযোগ পাওয়া যেতে পারে এতে।

এগুলো সম্পর্কে প্রায় সব অভিভাবকই মোটামুটি ধারণা উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে আসছেন আগাগোড়া। ভাবতে গেলে মনে হয় পরীক্ষার খাতাটি যেন একটি জীবন সেই জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অভিভাবক তাঁদের উপদেশ, পরামর্শ নিয়ে হাজির হন।

ছাত্রছাত্রী মহলে একটি কথা প্রচলিত আছে, ছাত্রজীবন সুখের জীবন/যদি না থাকতো এক্সজামিনেশন। বহু পুরনো এই কথাটি এবং অনেকের মনের মত। কিন্তু এর ভেতরেই যদি কোন ছাত্র অথবা ছাত্রী প্রকাশ করে একথা যে পরীক্ষা তার কাছে ঈদের মত।

পরীক্ষার্থী অনেক ছাত্রছাত্রী কচি কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এইতো সবে শুরু। প্রশ্ন উত্তর-পাস-ফেল এসবের ভেতর দিয়েই জীবনের যাত্রা।

পরীক্ষা যার কাছে ঈদের মত মনে হয়, হয়তো জীবনে সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা রাখে অন্ততঃ মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতি তার থাকে। এটা সম্ভবত একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু আমাদের যে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষাকে ভয় পায়, তাদের কি করে বলে দেই—পরীক্ষা এমন কিছু না। কোন ভয় নেই।